টিউবারকুলোসিস

ডাঃ নীলমণি ঘটক

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
সাধারণ পর্যবেক্ষণ	....	....	১
টিউবারকুলোসিস কাহাকে বলে?	....	....	৩
কারণ-প্রকৃত ও উত্তেজক	....	....	৭
সূচনায় প্রতিরোধ	....	....	১৩
টিউবারকুলোসিস্ সুপ্ত ও বিকশিত	....	....	১৭
বিকশিত অবস্থা	....	....	২৫
টিউবারকুলোসিসের আরোগ্যনীতি	....	....	৩২
আরোগ্য ও প্রতিরোধ	....	....	৩৮
টিউবারকুলোসিসের বিস্তার	....	....	৪৬
পৃথকভাবে অবস্থান ও বায়ু পরিবর্তন	....	....	৫০
সহজ বা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু	....	....	৫৩
টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসা	....	....	৫৬
পথ্য ও জীবনযাত্রা নির্বাহ প্রণালী	....	....	৬১
ঔষধ পরিচয়	....	....	৬৩
রোগীতত্ত্ব	....	....	৯৮
লক্ষণ হিসাবে ঔষধ তালিকা	....	....	১৩৬
উপসংহার	....	....	১৪১

টিউবারকুলোসিস

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

অধুনা আমাদের বঙ্গদেশের বড় বড় সহরে ও সহরতলিতে টিউবারকুলোসিস সাধারণ ব্যাধির মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই বঙ্গবাসীদের মধ্যে নিত্য নতুন নতুন নামের ব্যাধির উৎপত্তি হইতেছে এবং টিউবারকুলোসিস গত কয়েক বৎসর যাবত সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া দেশের আশা ভরসা স্বরূপ বহু সংখ্যক যুবক-যুবতীকে তাহাদের সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই অকালে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে। ইহার আক্রমণে বহু সংসার ধ্বংস হইয়াছে ও এখনও হইতেছে এবং কোন কিছুই ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার দ্বারা একথা বলিতে চাহি না যে, ইহার আক্রমণ হ্রাস বা বন্ধ করিবার জন্য আজ পর্যন্ত কোনও চেষ্টা করা হয় নাই; পরন্তু সকল চেষ্টাই প্রায় নিস্ফল হইয়াছে। টিউবারকুলোসিস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে এবং মনে হয় অচিরে আমাদের বঙ্গদেশ জনশূন্য ও মনুষ্য বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। অতএব দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে আমাদের দেশের চিকিৎসকবর্গকে সমবেত হইয়া যথা কর্তব্য স্থির করিতে ও দুর্ভাগা দেশবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেন্ট ও দেশের অভিজাত সম্প্রদায় এ বিষয়ে যতদূর করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি আমার সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে সকল তত্ত্ব, সত্য ও ফলপ্রসু বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের দুঃস্থ জনসমাজের কথঞ্চিৎ কল্যাণ হইবে- এই আশায় তাহা বিবৃত করিতেছি। আমি যাহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহা অহঙ্কারের সহিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্রও নাই। আমি কেবল শান্ত চিত্তে আমার স্বদেশবাসীর নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি তাহার প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহারা যেন বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং যদি তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবেই তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়া সেই মত কার্য করিবেন, নচেৎ তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন।

সর্বপ্রকার দুঃখের পশ্চাতেই **নীতিভঙ্গে** ইতিহাস বর্তমান। এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টির সর্বত্রই সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান, কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের উত্তেজনার দরুণ নীতিভঙ্গের ফলেই যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি এবং যে ব্যক্তি নীতিভঙ্গ করে সেও ইহা জানে, কিন্তু কোথা হইতে এক প্রকার মোহ আসিয়া আমাদের নির্মল বুদ্ধিকে যখন আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন আমরা আত্মসংযম শক্তি হারাইয়া ফেলি। প্রায়ই দেখা যায় যে, পাপী পাপকার্য করিবার পরেই অনুতাপ করে, কিন্তু তখন আর

অন্য কোনও উপায় নাই। তাহাকে তাহার পাপকার্যের জন্য **শাস্তিভোগ** করিতে হইবেই এবং ইহা হইতে তাহার কোন প্রকারে নিস্তার নাই। দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরই আত্মাকে পাপমুক্ত করিবার শক্তি নাই। অনুতাপ বা অনুশোচনা কেবলমাত্র সংশোধনের পথে লইয়া যায়। অবশ্য যদি কেহ নিজেকে ও নিজের যাহা কিছু ভগবচ্চরণে নিবেদন করে তাহা হইলে, সে সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পায়, কিন্তু পাপীর পক্ষে এরূপ কার্য করা এক প্রকার অসম্ভব। পাপী এত সহজে ঐ পথে যাইতে চাহে না। যাহা হউক, আমি উপস্থিত ঐ সকল উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না এবং তাহা আমাদের বর্তমান বিষয়ের অন্তর্গতও নয়। তবে এই পর্যন্ত নিশ্চিত বলিতে পারা যায় যে, যাবতীয় দুঃখকষ্টের উৎপত্তি নীতিভঙ্গের ফলেই হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণের উপায় হইতেছে উহাদিগকে ত্যাগ করা ও তৎপরে প্রাকৃতিক নীতি মান্য করিয়া চলা, ইহা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

অন্তরে অন্তরে যদি কেহ **প্রকৃতই বিশ্বাস** করে যে, নীতি ভঙ্গ করিলেই তাহাতে **অবশ্যই** যাবতীয় কষ্টের উৎপত্তি হইবে, তাহা হইলে কেহ কি কখনও পাপকার্য করিতে পারে? না, কিন্তু লোকে **প্রকৃতই সেরূপ বিশ্বাস** করে না। তাহারা অভ্যস্তভাবে মুখে বলিলেও অন্তরে তাহা যে সত্য সেরূপ **বিশ্বাস** কখনও করে না। 'নীতিভঙ্গ' তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের **পরিত্রাণ** হয় এবং তাহার পর মুক্তিলাভ করিতেও আর দেরী হয় না ও আমাদের জীবনযাত্রাও তখন সুখকর হয়। যাহা হউক, এক্ষণে নীতি কি ও ইহার আবশ্যকতা কি- এই বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন, তবেই আমরা **নীতিভঙ্গ** ও তাহা **পালনের** মধ্যে বিভিন্নতা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইব। ইহা গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধায় আমরা সংক্ষেপে ইহার বিষয় আলোচনা করিব। যদি আমরা জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করিতে ও মানুষের মত বাঁচিতে চাই, তবে ইহাই এক মাত্র শিক্ষণীয় বিষয় জানিতে হইবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ইহাকেই অবহেলা করিয়া থাকি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদের মনে প্রাণে যদি কিছু শিক্ষা করিবার মত থাকে, তবে তাহা হইতেছে একমাত্র নীতি। আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ বর্তমান তথাকথিত স্বাধীনতার যুগে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে পারেন ও মনে করিতে পারেন যে, বর্তমান বিষয়ের সহিত ইহাদের আদৌ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এইগুলি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি, তাঁহারা অবশেষে সম্যক বুঝিতে পারিবেন এবং যাহারা উপস্থিত বিদ্রুপ করিবেন, তাহাদের সম্যক বোধ হইলে তাঁহারাই এই বিষয়ে আবার অতিশয় সুখ্যাতি করিতে থাকিবেন।

পূর্বোক্ত নীতি তবে কি? ইহা বিশ্বব্রহ্মান্ডের নীতি। নীতিই ভগবান এবং ভাগবানই নীতি। যে নীতি বিশ্বব্রহ্মান্ডে প্রত্যেকটি ঘটনার পশ্চাতে ক্রিয়া করিতেছে তাহাই আবার মনুষ্যদেহের মধ্যেও ক্রিয়া করিতেছে। নীতির কথা বলিলেই ইহা কিরূপে রক্ষিত হয় এই প্রশ্নই আসে এবং তুমি স্বতঃই নিজের মধ্যে এই প্রশ্ন করিতে পার যে, তিনি কে- যিনি এই নীতি সম্পাদন করেন এবং কিরূপভাবে ইহা সম্পাদন করেন? তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাও যে, পার্থিব বা মনুষ্যকৃত আইনের সম্পাদন ও রক্ষার জন্য একটি শাসন বিভাগ আছে। কিন্তু আমি যে নীতি ও আইনের কথা বলিতেছি তাহা **স্বঃতই সম্পাদিত** হয়।এই নীতি এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুশৃঙ্খল যে ইহা সম্পাদনের জন্য বাহিরের কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। মনে কর, একজন অপরাধীকে বিচারের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাদী ও আসামী- উভয় পক্ষের সাক্ষ্য লইয়া ঠিক করিতে হয় যে, আসামী দোষী কি নির্দোষ: কিন্তু প্রাকৃতিক নীতিতে কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না, ইহা আপনিই সম্পাদিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিচার করেন, কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ, সকলের চক্ষেই দর্শন করেন, সকলের কর্ণেই শ্রবণ করেন এবং সর্বব্যাপী বিধানে তাঁহার কোনও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার নীতি ভঙ্গ করিলেই শাস্তি পাইতে হয় এবং নীতি ভঙ্গ প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কোনও সাক্ষ্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। এই শাস্তিভোগ হইতে নীতিভঙ্গকারীকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা নীতির কঠোরতা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াও কেন ইহা ভঙ্গ করি? আমাদের মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহারাই আমাদিগকে সুখভোগ করিবার জন্য উত্তেজিত করে, কেবল তাহাই নয়, আমরা এই জন্মের পূর্বে বহু জন্ম ধরিয়া ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাদের নির্দেশ পালন করিতে এরূপ **অভ্যস্ত** হইয়াছি যে, আমরা নীতি ও তাঁহার নির্দেশ কর্ণপাত করি না। আমাদের ধর্মশাস্ত্র সকল এই জন্যই উপদেশ দিয়াছে যে, মানবকে তাহার জীবন প্রভাত হইতেই শিক্ষা ও আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে।

টিউবারকুলোসিস কাহাকে বলে?

এক্ষণে টিউবারকুলোসিস বা ক্ষয়পীড়া কাহাকে বলে তাহা আমরা আলোচনা করিব। ইহা মনুষ্যদেহের এক প্রকার **অবস্থা,** যখন ক্রমাগত **ক্ষয়** হইতে থাকে এবং নিত্য যাহা **সঞ্চয়** হয় তাহার দ্বারা **ক্ষয়পুরণ হয় না।** আমাদের প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘর্ম ইত্যাদি দ্বারা দেহের নিত্য ক্ষয় হয় এবং আহারাদি দ্বারা সেই ক্ষয় পূরণ হইয়া বরং আরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। সুস্থাবস্থায় দেহের যে পরিমাণ ক্ষয় হয় **তদপেক্ষা অধিক** সঞ্চয় হয়, সেইজন্যই দেহ ক্রমে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। অবশ্য দেহের বিভিন্ন টিস্যুর বা উপাদানের পোষণ ও বর্দ্ধনের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে এবং আমরা

সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে সেই সীমা ঠিক থাকে না। যথা, ক্যালকেরিয়া-কার্বের রোগীর অন্যান্য টিস্যুর বর্ধনের ক্ষতি হইয়াও মাংস টিস্যুর অধিক বৃদ্ধি হয়; সেইরূপ আরও অন্যান্য ঔষধ আছে, যাহাদের বিভিন্ন টিস্যুর ঐরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু টিউবারকুলোসিস কুলার অবস্থায় সকল টিসুরই ক্ষয় দেখা যায় না, কিন্তু মোটের উপর কোনও রূপ বৃদ্ধি দেখা না দিয়া ক্রমাগত ক্ষয়ই দেখা যায়। দেহের এই প্রকার অবস্থাকে **ক্ষয়ের ধাতু** (Tubercular diathesis) বলে।

সর্বাগ্রেই আমি তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে **টিউবারকুলার ধাতুর ও সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত টিউবারকুলোসিসের** মধ্যে যাহাতে কোনরূপ ভ্রম না হয়। সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত টিউবারকুলোসিস হইতেছে, টিউবারকুলার ধাতুর **শেষ পরিণতি** বা শেষ ফল। ধাতু হইতেছে **প্রবণতা** বা **সম্ভাবনা**। আর সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত টিউবারকুলোসিস হইতেছে উহার **শেষ ফল**। এই ধাতুগ্রস্ত কোনও ব্যক্তির ধাতু দোষ যখন সুপ্তভাবে থাকে, তখন সে একশত বৎসর পর্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে এবং তাহার জীবন কালের মধ্যে **সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত অবস্থা বা শেষফল দেখা না দিতেও পাে়র। কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত টিউবারকুলোসিস হইতেছে আসন্ন ধ্বংসাবস্থা এবং কদাচিৎ কেহ ইহা হইতে রক্ষা পায়।** বর্তমান বিষয়ের জন্য এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ পূর্বকথিত ধ্বংসাবস্থার উৎপত্তির প্রত্যক্ষ কারণ, নিদর্শন ও লক্ষণাদি পরে আলোচনা করিব।

ধাতুদোষ কিরূপে আসে? নানা প্রকারের, নানা নামের ও শক্তির টিউবারকুলার ধাতুদোষ আছে, তোমাদের সেগুলি ভালভাবে জানা উচিৎ নচেৎ তোমরা রোগীর ক্ষেত্রে ঠিকমত ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিবে না অর্থাৎ যে যে দোষ বর্তমান আছে, সেই সেই দোষের বিরোধী ঔষধ সকলের মধ্যে একটি মাত্র ঔষধ নির্বাচন করিতে পারিবে না। এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথিতে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে তোমাদের উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে, আমি পর পর সেগুলি তোমাদের নিকট বিবৃত করিতেছি।

ঐ শব্দগুলি হইতেছে- **সোরা, স্ক্রফিউলা, সিউডো-সোরা টিউবারকুলোসিস** এবং **কন্সামশান**। এইগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে কিন্তু তোমাদের নিকট যে কয়টি বলিলাম ঐ গুলিই সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং অধিক প্রয়োজনীয়, সেইজন্য ঐগুলির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সোরা- সোরাদোষ কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রারম্ভে সকল পীড়াই কেবলমাত্র সোরাদোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলা হইত। অবশ্য সোরা হইতেছে আদি পাপ, এ কথা কেহ আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেন না। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, সোরা কেবলমাত্র মনুষ্যের **মনে** বিশৃঙ্খলা আনিয়া মনকে **বহির্মুখী** করিতে পারে। আর যেখানে কোন

আকারগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন দেখা যায়, সেখানে জানিতে হইবে যে, সোরা ব্যতীত আরও অন্য দোষ পশ্চাতে থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে। একথা অবশ্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, সোরা মনুষ্য দেহে ভীষণ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে ধ্বংশের পথে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা কখনও কোনও যন্ত্রের **আকারগত পরিবর্তন** উৎপাদন করিতে পারে না। যাঁহারা দোষ সকলের প্রকৃতি ও তাহাদের শক্তির বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের মতের সমর্থন করিবেন। সোরা হইতেছে আদি শত্রু বা আদি পাপ। ইহা মনুষ্যের মনকে দূষিত ও চঞ্চল করিয়া নীচ ও ঘৃণিত ইচ্ছা সকল সর্ব প্রকার পূর্ণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে বাধ্য করে, কিন্তু টিউবারকুলোসিসের মত ধ্বংসের **শেষাবস্থা** বা দোষ সকলের মিলনের শেষ পরিণতিযুক্ত কোনও রোগ উৎপাদন করিবার মুখ্য শক্তি ইহার নাই।

স্ক্রফিউলা- আমাদের মাননীয় ডাঃ ন্যাসও বলিয়াছেন, 'স্ক্রফিউলা কাহাকে বলে? স্ক্রফিউলাই সোরা এবং সোরাই স্ক্রফিউলা।' আমরা আমাদের সেই প্রকৃত ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করি, কিন্তু তাঁহার এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ আমরা জানি যে, স্ক্রফিউলা সোরা ব্যতীত আরও কিছু। সিফিলিস দোষের সহিত সোরার **সম্মিলনই** স্ক্রফিউলা। এই সম্মিলনকে কখনও কখনও 'সিউডো-সোরা' বলা হয়। ইহা দুইটি দোষের কেবল যে মিলন তাহা নহে, ইহা **সাঙ্ঘাতিক** ও অতি শক্তিশালী মিলন। অবশ্য দোষ হিসাবে বলিতে গেলে স্ক্রফিউলা হইতেছে সোরার জমিনের উপর সিফিলিসের একটি সংমিশ্রণ, কিন্তু এই মিশ্রণটি **মৃদু** বা **স্বাভাবিক ভাবের নহে।** চাপা দেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়াতে মিলনটি অতি শক্তিশালী ও সাংঘাতিক ভাবের হইয়াছে। সোরা দোষের ভিত্তির উপর সিফিলিস দোষ আগমন করিয়াছে এবং প্রকৃত আরোগ্য না হইয়া সোরার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহার পর **মার্কুরিয়াস মার্ক আয়ড, পটাসিয়াম আয়ড** ইত্যাদি তেজস্কর ও দমনকারী ঔষধ সকল স্থূল মাত্রায় এলোপ্যাথি মতে প্রয়োগে চাপা দেওয়ার ফলে দেহের মধ্যেই উহা সমাধিস্থ হইয়াছে।

তোমরা এখানে প্রশ্ন করিতে পার, মহাশয়, আপনি ইহা কিরূপে বলিতেছেন? আমি এরূপ বলিতেছি কারণ আমি অসংখ্য রোগীতে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, সিফিলিস রোগীর ঐরূপভাবে সিফিলিস রোগ চাপা দেওয়ার ফলে তাহাদের গ্যান্ডগুলির বিবৃদ্ধি হইয়াছে ও লিম্ফ্যাটিক গ্যান্ডগুলিও আক্রান্ত হইয়াছে। তোমরাও যখন পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইবে তখন বহু সংখ্যক রোগীতে ইহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

স্ক্রফিউলা, হইতেছে; টিউবারকুলোসিসের কেবল **পূর্বাবস্থা** এবং টিউবারকুলোসিস হইতেছে স্ক্রফিউলার **বর্দ্ধিতাবস্থা বা ধ্বংসাবস্থা**।

সিউডো-সোরা- ইহা হইতেছে, সোরা এবং সিফিলিস দোষের সংমিশ্রণ। একজন সোরা দুষ্ট ব্যক্তির যদি তরুণ সিফিলিস রোগ হয় এবং তাহার নবাগত শত্রু সিফিলিসকে আরোগ্যের জন্য যদি সে প্রকৃত আরোগ্যকারী কোনও চিকিৎসা অবলম্বন না করে, তবে তাহার ফল এই হইবে যে, ঐ দুইটির একত্রে **স্বাভাবিক ভাবের মিশ্রণ** হইয়া সিউডো সোরা নামক একটি বিশেষ ধাতুর উৎপত্তি হইবে। এই সিউডো সোরা স্ক্রফিউলার মত অত বিপজ্জনক নয়। আসলে যদিও ঐ দুইটি একই প্রকারের অর্থাৎ **দোষগতভাবে** বলিতে গেলে যদিও স্ক্রফিউলাও সিউডো সোরা দোষ একই প্রকারের, তাহা হইলেও সিউডো-সোরা, স্ক্রফিউলা অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প বিপজ্জনক, কেননা ইহাতে স্ক্রফিউলার মত সিফিলিস রোগকে অনিষ্টকর ভাবে চাপা দিয়া দেহের অতি অভ্যন্তর প্রদেশে প্রেরণ করা হয় নাই। সিউডো- সোরার ক্ষেত্রে মিশ্রণটি **মৃদুভাবের** এবং ততটা প্রচন্ড শক্তিশালী নয়। সিউডো-সোরা এবং স্ক্রফিউলা, এই দুই প্রকারের মিশ্রণ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তোমরা ইচ্ছা করিলে সিউডো-সোরার মিশ্রণের গ্রন্থি খুলিয়া সিফিলিস দোষকে আরোগ্য করিতে পার, কিন্তু স্ক্রফিউলায় তাহা সম্ভব নহে, কেন না ইহাতে ইতিমধ্যেই দুইটি দোষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ হইয়া একটি **নতুন** ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে দুইটি দোষেরই চরিত্রগত লক্ষণ সকল আছে, উহা ছাড়া, আরও কিছু সম্পূর্ণ **নতুন ও ধ্বংসকারী** বস্তু যাহা উভয় দোষের কোনওটিতেই নাই, তাহাও আছে। মিশ্রিতদোষগুলির মধ্যে কোনওটিকে আরোগ্য করিতে হইলে তাহাদের জটিলতার গ্রন্থি খুলিয়া প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে করিতে হয়। কিন্তু স্ক্রফিউলার ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়, কারণ এক্ষেত্রে মিশ্রণটি পূর্ণভাবের হইয়া একটি সম্পূর্ণ নতুন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাতে পূর্বের দুইটি দোষের আর চিহ্ন মাত্র থাকে না।

টিউবারকুলোসিস- একটি ছোট বাক্যের দ্বারা যদি তোমরা টিউবারকুলোসিসের ব্যাখ্যা চাও, তাহা হইলে আমি বলিব, পিতার সিফিলিস দোষই পুত্রে টিউবারকুলোসিস।' উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিফিলিসের তৃতীয় অবস্থাই টিউবারকুলোসিস। প্রকৃত টিউবারকুলোসিসের সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা দেখা যায়; যথা, (১) পূর্ব সূচনা, (২) মৃদু ও (৩) ধ্বংসাবস্থা। এই অবস্থাগুলির বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে। এক্ষণে টিউবারকুলোসিস কাহাকে বলে তাহা তোমাদের জানা প্রয়োজন। সোরা ও সিফিলিস দোষের বংশানুক্রমিক সম্পূর্ণ মিশ্রণে যে ধাতুর সৃষ্টি হয়, ইহা তাহাই। এই দুইটি দোষ যদি একত্রে মিলিত হয় এবং তারপর পুত্রের দেহে গমন করে, তাহা হইলে পুত্রের টিউবারকুলোসিস নামক সাংঘাতিক ধাতু দেখা দেয়।

কন্সামশান- ইহা টিউবারকুলোসিসের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। এখানেও ধাতুদোষটি মারাত্মকভাবের। তবে উহাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে,

টিউবারকুলোসিসে ধ্বংসাবস্থায় **পচন** দেখা যায়, আর কস্নামশানে পচন দেখা যায় না। কস্নমশানে হতভাগ্য রোগীদের জীনের শেষ কাল পর্যন্ত ক্রমাগত **শুষ্কতা, শীর্ণতা ও ক্ষয়** দেখা যায়। এই পার্থক্যের পশ্চাতে কারণ হিসাবে ইহাই দেখা যায় যে, কস্নামশানে সিফিলিস দোষের পরিবর্তে সাইকোসিস দোষের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ অর্জিত বা বংশগত সোরা ও সাইকোসিস দোষ চাপা দেওয়ার জন্য যে মারাত্মক ভাবের মিলন হয় তাহা হইতেই কস্নামশানের উৎপত্তি, কাজেই বংশগত অবস্থার মধ্য দিয়াই উহা প্রধানতঃ আসিয়া থাকে।

ছেলেদের শরীরে নানা নামের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, যথা- **অন্ত্রের গ্রহণী** (tabes mesenterica), রিকেট, ষ্ট্রমা, অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মাথায় জল জমিয়া মাথা বড় হওয়া, দেহ ও মনের উন্নতির অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। উক্ত অবস্থা সমূহের উৎপত্তি বংশদোষ হইতে হইয়া থাকে। ছেলেবেলায় যে কোনও প্রকারের বিশৃঙ্খলা হউক, তাহার কারণ, মাতা-পিতায় নিহিত থাকে, যেহেতু এত অল্প বয়সে কোনও কিছু অর্জিত দোষ আসিতে পারে না। পরবর্তী অধ্যায়ে এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

কারণ- প্রকৃত ও উত্তেজক

যে কোনও নামের রোগ লক্ষণের প্রকৃত কারণ হইতেছে জীবনী শক্তির বিশৃঙ্খলা। এই জীবনী শক্তির বিশৃঙ্খলাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ। জীবনী শক্তি বরাবর যেরূপ ভাবে কার্য করিয়া আসিতেছিল কোনও কারণে তাহা করিতে অসমর্থ হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে কর্ম করিতে অসমর্থ হওয়ার কারণ জীবনী শক্তিতে আর একটি বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব ও ইহা জীবনী শক্তির সহিত একত্রে কার্য করে। নীতিভঙ্গের ফলেই ঐ বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব হয়। সুতরাং ব্যাধি হইতেছে একটি পাপ কার্য এবং নীতিভঙ্গ হইতেই পাপ ক্রিয়ার সূচনা।

ধ্বংসকারী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণ ও সাক্ষাৎ **মৃত্যু স্বরূপ** টিউবারকুলোসিস দ্বিবিধ পাপ হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। সোরা ও সিফিলিস, এই দুই প্রকার দোষ বা পাপের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। ঐ দুইটি দোষের সাধারণ, মৃদ্যুভাবের মিশ্রণে সিউডোসোরা; চাপা দেওয়ার ফলে যে তীব্র ভাবের মিশ্রণ হয়। তাহা হইতে স্ক্রফিউলা এবং বংশ পরম্পরায় মিশ্রণে টিউবারকুলোসিসের উৎপত্তি। পিতার দেহে সোরা ও সিফিলিস দোষ মিশ্রিত হইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা পুত্রে গমন করিলে পুত্রের টিউবারকুলোসিস হয়। অন্যান্য শব্দগুলি আমি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছি; সেইজন্য টিউবারকুলোসিস হইতে তাহাদের কি পার্থক্য তাহা আর এখানে দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

বাহ্যিক দিক দিয়া উহাই প্রকৃত কারণ কিন্তু ইহার একটি **দর্শন বিষয়ক** আলোচনা আছে তাহা তোমাদের চিকিৎসক হিসাবে জানিবার প্রয়োজন নাও

হইতে পারে। দার্শনিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত কারণের পশ্চাতে আরও কিছু বর্তমান আছে। যথা, কোনও পিতার সিফিলিস হইবার পর যদি তাহার পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে পুত্রের কোনরূপ দোষ না থাকিলেও তাহার টিউবারকুলোসিস হইবে। পিতার সিফিলিস হইবার পর যদি তাহার পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে পুত্রের কোনও রূপ দোষ না থাকিলে তাহার টিউবারকুলোসিস হইবে। পিতার পাপে পুত্রের দুঃখ ভোগ- ইহা কি প্রকারে হয়? বিশ্বজনীন নীতি ঘোষণা করে যে, যে পাপ করে সেই শাস্তি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে পুত্রের কোনও পাপ নাই সে কেবল পিতার জন্য দুঃখভোগ করে- ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত মীমাংসা কি?

প্রকৃত মীমাংসা হইতেছে এই যে, পুত্র নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছে, যাহার ফলে সে এই শাস্তি ভোগ করিতেছে, এই শাস্তি ভোগ করিবার উপযুক্ত **ক্ষেত্র ও সুযোগ** যাহাতে পাইতে পারে এইজন্যই সে ঐরূপ পাপী পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পুত্রই তাহার পূর্ব জন্মার্জিত সৎ বা অসৎ কর্মানুসারে সৎ বা অসৎ পিতামাতা **নির্বাচন** করে। এস্থলে জন্ম সংক্রান্ত নীতি ক্রিয়াবতী। অতএব পুত্র **পিতার পাপের জন্য শাস্তিভোগ করে না, সে নিজে** পূর্ব জন্মে যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্যই শাস্তিভোগ করে। পিতা কেবলমাত্র তাহাতে সুবিধা ও সুযোগ দিয়া থাকে, এই পর্যন্ত। যাহা হউক, ঐ বিষয়ের দার্শনিক দিক দিয়া আলোচনার আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে রোগের প্রকৃত কারণ ও ইহা হইতে প্রকৃত রোগকে আমরা যেন স্থূল ভাবে না দেখি, কারণ তাহারা স্থূল নহে। তাহারা উভয়েই **সূক্ষ্ম**। বংশ পরম্পরায় যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা একটি শক্তি এবং টিউবারকুলার রোগীতে যাহা নতুন আকার ধারণ করে তাহাও একটি শক্তি। টিউবারকুলোসিস হইতেছে ধাতু, আর লক্ষণ ও অবস্থাগুলি সেই ধাতুর ফল। ঐ ফল ও অবস্থাগুলি **সূক্ষ্ম** ধাতুর **স্থূল** বিকাশ। উত্তেজক কারণ আসিয়া ঐ স্থূল বিকাশের সৃষ্টি করে। প্রকৃত কারণ **ক্ষেত্র ও প্রবণতার** সৃষ্টি করে এবং উত্তেজক কারণ স্থূল বিকাশ উৎপাদনের সহায়তা করে।

উত্তেজক কারণ- দেহের মধ্যে ঘুমন্ত শক্রকে জাগরিত করিবার শক্তি উত্তেজক কারণের আছে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃত কারণ ও উত্তেজক কারণ **পরস্পর নির্ভরশীল**। অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র প্রকৃত কারণ বর্তমান থাকে এবং উত্তেজক কারণ না থাকে, তাহা হইলে কোনও রূপ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেই রূপ যদি কেবল উত্তেজক কারণ বর্তমান থাকে এবং প্রকৃত কারণের অভাব ঘটে, তাহা হইলেও সে ক্ষেত্রে কোনও কিছু জাগরিত করিবার না থাকায় কোনও রোগ হইতে পারে না। অতএব কোনও রোগ সৃষ্টির জন্য উভয় কারণই একান্ত আবশ্যক। যথা, দুই ব্যক্তির ঠান্ডা লাগিল,

তাহাদের মধ্যে একজনের ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি থাকায় তাহার কিছুই হইল না, আর অপর ব্যক্তির টিউবারকুলার বা ক্ষয় রোগ প্রবণতা থাকায় পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের উত্তেজক কারণ একই প্রকার ছিল কিন্তু প্রথম ব্যক্তির ধাতুদোষ বা প্রবণতা না থাকায় উত্তেজক কারণে বা ঠান্ডায় তাহার কোন অনিষ্ট হইল না, আর অপর ব্যক্তির ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়া মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

তোমরা দেখিতে পাইবে যে, টিউবারকুলোসিস বা যক্ষ্মা রোগ আনয়নের জন্য চিরদিনই এবং এখনও উত্তেজক কারণকেই একমাত্র দায়ী করা হয়। যাঁহারা ঐরূপ করেন, তাঁহারা একাধিক কারণে ভুল করেন। তাঁহাদের প্রধান ভুল এই যে, তাঁহারা নীতিভঙ্গ ও তজ্জনিত পাপ ইত্যাদির বিষয় আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহারা যেন মনে করেন যে, মনুষ্যের দুঃখ ভোগের পশ্চাতে আর কিছুই নাই। কোনও ব্যক্তি বিনা দোষে কষ্ট পায়, ইহা কি তোমরা কল্পনাও করিতে পার? কোনও কিছু বর্তমান না থাকিলে কি কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে? তোমরা কি ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পার যে, এক ব্যক্তি যখন কষ্ট পায়, তাহার অভ্যন্তরে কোনও কারণ বর্তমান থাকে না, প্রকৃত কারণ বা ধাতুদোষ বা বিরুদ্ধ শক্তি যদি বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে উত্তেজক কারণ দ্বারা কোনও ফল হয় না। প্রকৃত কারণাদির উৎপত্তি হইতেছে নীতি ভঙ্গ বা আইন অমান্য হইতে। লোকে অন্যায়ভাবে ও অবিবেচকের মত বহুবাহ্য বস্তু ও অবস্থাকে, যেগুলি প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ তাহা দিগকে সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া দোষ দেন। যেখানেই কোনও রূপ দুখঃ কষ্ট দেখা যায়, সেখানেই যে ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হয় না। কোনও রূপ দুঃখভোগের পূর্বে জানিতে হয় যে, ভগবৎ আইন অমান্য করা হইলে এবং যে ব্যক্তি আইনভঙ্গ বা অমান্য করে তাহাকে অবশ্যই শাস্তি পাইতে হইবে, তাহার কোনও রূপ পরিত্রাণ নাই-ইহাই নিয়ম।

সুস্থ ব্যক্তির নিকট শীতল পূর্ব বায়ু অত্যন্ত আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাই আবার দোষ-দুষ্ট বা অসুস্থ ব্যক্তিতে নানা প্রকার রোগ লক্ষণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতির দ্রব্য সমূহের মধ্যে ভাল বা মন্দ কিছই নাই। মনুষ্য দেহের **অবস্থাই** তাহার নিকট স্বাস্থ্যপ্রদ বা রোগোৎপাদক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই কারণে বাহ্যবস্তু সমূহ, যাহাদিগকে এলোপ্যাথেরা দোষী করেন তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঐগুলি কেবল তাহাদেরই দেহে রোগের সৃষ্টি করে, যাহাদের মধ্যে প্রকৃত কারণ বা প্রবণতা আছে। যতদিন পর্যন্ত দেহে কোনওরূপ দোষ (miasm) বা রোগোৎপাদক প্রবণতা না থাকে, ততদিন পর্যন্ত উত্তেজক কারণসমূহ সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকে এবং যখনই প্রবণতা দেহে সুপ্তভাবে অবস্থান করে, তখনই একটি শীতল বায়ু প্রবাহ ক্ষতিকর ও রোগোৎপাদক হইতে পারে।